

সখীপুর বাঞ্ছারামপুর সাটুরিয়া শত শত ছাত্রী জেএসসি পরীক্ষায় অনুপস্থিত

■ সমকাল ডেস্ক

গতকাল মঙ্গলবার শুরু হওয়া জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের সখীপুরে ১৩১,

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

বাঞ্ছারামপুরে ১৪৮ ও

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ৫৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে সিংহভাগই ছাত্রী। বাল্যবিয়ের কারণে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : সখীপুর উপজেলায় জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার সাতটি কেন্দ্রে ১৩১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। তাদের মধ্যে ৮৯ জন মেয়ে ও ৪২ জন ছেলে। বাল্যবিয়ের কারণেই ৮৯ জন মেয়ের শিক্ষাজীবন থেমে গেছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ছেলেদের মধ্যে দরিদ্রতার কারণে রোজগারে নেমে পড়ায় তাদেরও শিক্ষাজীবন থেমে গেছে। মঙ্গলবার পরীক্ষা কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া যায়। এবার উপজেলায় চার হাজার ১৬৮ শিক্ষার্থী জেএসসি ও ৮৪২ জন জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও তাদের মধ্যে ১৩১ জন অংশ নেয়নি। উপজেলার ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৭টি মাদ্রাসার মধ্যে ৮৯ জন মেয়ে

গতকালের বাংলা পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। উপজেলার কালিয়া আড়াইপাড়া মাজেদা মজিদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াছিন আলী বলেন, 'বিদ্যালয়ের চার মেয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

বাল্যবিয়ে

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সচেতন হলে বাল্যবিয়ে অনেকটাই কমে যাবে।

বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় জেএসসি পরীক্ষায় প্রথম দিনে শতাধিক ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল। এসব ছাত্রী বাল্যবিয়ে হওয়ার কারণে অনুপস্থিত বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার উপজেলার চারটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা শুরু হয়। এ বছর উপজেলার ২২টি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চার হাজার ৬০৩ পরীক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তাদের মধ্যে চারটি কেন্দ্রে গতকাল ১৪৮ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এই ১৪৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০১ জনই ছাত্রী। এসব ছাত্রী বাল্যবিয়ে হওয়ার কারণে পরীক্ষায় অনুপস্থিত বলে সূত্র জানায়।

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) : সাটুরিয়ায় ৬টি কেন্দ্রে এবার জেএসসি পরীক্ষায় ৩ হাজার ৩৬৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অংশ নিয়েছে ৩ হাজার ৩১৩ জন। ৫৬ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত। তাদের মধ্যে ছেলে ১৪ ও মেয়ে ৪২ জন।